DEC. 20 2000

দৈনিক ইত্তেফাক

'ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত ব
পাইলে আমরা দায়ী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখার পাঠ্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি মুদ্রক ও বিপণন সমিতি গতকাল মঙ্গলবার যৌথভ এনসিটিবি'র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ব এবং সমিতির হাজার হাজার সদস্য বোর্ডের পাঠ্যপুস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। বেক্সিমকো গ্রুপের পুস্তকা

ব্যা অব ইতি হইলঃ বিল প বকেয়া হইলঃ ব্যবস্থাপ করা। সর করিয়াছে। সরকার উ এ ব্যাপা যোগাযোগ ইবপাত্র আশা সাপেক্ষে বি

ছাত্র-ছাত্রীরা

(প্রথম পৃঃ পর)

কামক একটি প্রতিষ্ঠান সকল বই সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কাজেই বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত বই না পাইলে ইহার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাইবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য এনসিটিবি'র কতিপয় কর্মকর্তাকে দায়ী করিয়া বলা হয়, অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে এইবার বোর্ডের বই নিয়া দারুণ সংকট দেখা দিবে। কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা আবারও ভুলে ভরা বোর্ডের বই পড়িতে বাধ্য হইবে। ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক স্তরের সকল বই পরিমার্জন ও সংশোধন করা সত্ত্বেও এই বইগুলিও ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক সময়ে পাইবে না। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে মাধ্যমিক বিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহবায়ক মোঃ আবু তাহের সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। প্রাথমিক স্তর বিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহবায়ক রাব্বানী জব্বার, ওসমান গনি, নাগিবুল ইসলাম দীপু, আ,ফ,ম শাহ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান সরকার বিগত ৪ বৎসর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এনসিটিবি'র অভ্যন্তরে একটি চক্র সরকারের সফলতাকে ভণ্ডুল করিয়া দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ না করা যায় এবং ইহার মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এনসিটিবি'র একদল দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা লক্ষ লক্ষ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন ঝুঁকির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা বলেন, আমরা এখনও বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহার জন্য আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরী।